সমকাল

তারিখ 12 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

৯ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্মকর্তার তথ্য চেয়েছে দুদক

■ সাব্বির নেওয়াজ

বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ৯ কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্র ও কাগজ কেনার নথি এবং বিল পরিশোধের নথিপত্রও চাওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এসব তথ্য দুদকে জমা দেবে এনসিটিবি।

বই মুদ্রণে দুর্নীতি

এই ৯ কর্মকর্তা হলেন- বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামাল উদ্দিন, সাবেক সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ও সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. শফিকুর রহমান, সদস্য (অর্থ) ও টেন্ডার কমিটির আহ্বায়ক মো. নাসিম উদ্দিন, বোর্ডের সচিব ব্রজগোপাল ভৌমিক, উপসচিব (প্রশাসন) একেএম শহিদুল্লাহ, সাবেক উপসচিব (কমন) মো. গোহসীন কবীর, বিতরণ নিয়ন্ত্রক গোস্তাক আহমেদ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আবদুল মজিদ ও ঊর্ধ্বতন ভাণ্ডার কর্মকর্তা মো. নুরুন্নবী। তাদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা দুদককে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর এনসিটিবির চেয়ারম্যানের কাছে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

৯ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্মকর্তার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

এসব তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. হেলাল উদ্দিন শরীফ। চিঠিতে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে এসব তথ্য দুদকে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি অবসরে যাওয়া এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেম মিয়া সমকালকে বলেন, ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে সব তথ্য পাঠাতে বলা হলেও ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যবই বিতরণের কাজে ব্যস্ত থাকায় তারা দুদকের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। এখন কাগজপত্র ফটোকপি করা হয়েছে। জানা গেছে, ফটোকপির বিলই হয়েছে ৪২ হাজার টাকা। এসব নথিপত্র ওজনে অন্তত কয়েক মণ হবে।

দুদকের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, এনসিটিবির সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামাল উদ্দিনসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পাঠ্যবই মুদ্রণে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগ অনুসন্ধান করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মো. হেলাল উদ্দিন শরীফকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চেয়ে যোগাযোগ করে দুদকের সহকারী পরিচালক মো. হেলাল উদ্দিন শরীফকে পাওয়া যায়নি। দুদকের তথ্য কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য সমকালকে জানান, ওই কর্মকর্তা এ মুহূর্তে দেশের বাইরে রয়েছেন।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সচিব ও অভিযুক্ত ৯ কর্মকর্তার একজন ব্রজগোপাল ভৌমিক সমকালকে জানান, তারা কোনো অন্যায় করেননি। অনিয়মের মাধ্যমে কোনো কেনাকাটা করা হয়নি বা কাউকে কাজ দেওয়া হয়নি। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে (প্রিন্টিং প্রেস) জরিমানা মওকুফের মাধ্যমে সরকারের কোটি কোটি টাকা লোকসান করানোর যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা অবান্তর।

ব্রজগোপাল ভৌমিক আরও জানান, দোহার প্রিন্টিং প্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক আনোয়ার হোসেন দুদকে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার ভিত্তিতেই দুদক তদন্ত করছে।

প্রেস মালিকদের একাংশের পক্ষ থেকে দুদকে জমা দেওয়া অভিযোগে বলা হয়েছে, এনসিটিবিতে উল্লিখিত ৯ কর্মকর্তা বিগত ৫ বছরের বেশি সময় ধরে একই চেয়ারে থেকে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে রোজগার করছেন।

জানা গেছে, প্রতি বছর এই বিপুল সংখ্যক পাঠ্যবই ছাপাতে সরকারি কোষাগার থেকে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা খরচ হয়। অভিযোগকারীরা দুদকে দাবি করেন, এনসিটিবির বিশেষ সিন্ডিকেট শুধু কাগজ ক্রয় ও কাগজসহ মুদ্রণকারীদের কাছ থেকে গত ছয় শিক্ষাবর্ষে ঘুষ বাবদ সর্বমোট ৩৯৭ কোটি টাকা গ্রহণ করেছেন।